ফজর আর
করব না কাজা

ড. রাগিব সারজানি

ফজর আর
করব না কাজা

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

ফজর আর করব না কাজা
মূল গ্রন্থ : কাইফা তুহাফিজু আলা ছালাতিল ফাজর (كيف تحافظ على صلاة الفجر)
প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৯
সর্বশেষ সংস্করণ : জুলাই ২০২০
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
ISBN : 978-984-8012-30-7

মূল্য : **(হার্ড কভার) ৩৫০/-**
(পেপারব্যাক) ৩০০/-

Fojor Ar Korbo na Kaja
by Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh.
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan
www.maktabatulhasan.com

।। অর্পণ।।

সেই 'প্রভাতি কাফেলা'কে
ফজর-জামাতে যারা পাবে ঈসা মাসিহের সাক্ষাৎ
উষার দুয়ারে আঘাত হেনে নিশ্চিত করবে রাঙা প্রভাত

হয়তো আমি তাদের দেখা পাব
হয়তো আমি তাদের-ই একজন হব
হয়তো তাদের প্রতীক্ষায়-ই এসে যাবে 'আগামীর ডাক'

—আবু মুসআব ওসমান

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জন্মকথা!	৯
ফজরের নামাজ এক ঈমানি পরীক্ষা!	১৩
ফজরের নামাজ আদায় করতে হবে ফজরের ওয়াক্তেই	২১
ফজরের নামাজ অনন্য ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক নামাজ!	৩৯
প্রথম অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যতিক্রমী ও কল্পনাতীত ফজিলত!	৪১
দ্বিতীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য ফজরের নামাজ কাজা হওয়া মানে শুধুই সাওয়াব খোয়ানো নয়!	৫৯
তৃতীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়েও মূল্যবান দু-রাকাত সুন্নাত নামাজ!	৬৫
চতুর্থ অনন্য বৈশিষ্ট্য অনুপম স্বাতন্ত্র্য! বিশেষ দোয়া!	৬৯
পঞ্চম অনন্য বৈশিষ্ট্য স্মরণীয় ও সবিশেষ সময়!!	৭৫
ষষ্ঠ অনন্য বৈশিষ্ট্য স্বয়ং আল্লাহর নিরাপত্তা-তত্ত্বাবধান!	৭৭
সপ্তম অনন্য বৈশিষ্ট্য ঈমান ও ইলম চর্চার এক সেমিনার!	৭৯
অষ্টম অনন্য বৈশিষ্ট্য দৈনিক আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কোর্স!	৮৫
নবম অনন্য বৈশিষ্ট্য অর্ধেক জীবনের গুনাহ-মোচক!	৮৯
দশম অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রতিটি পদক্ষেপে আসমানি বরকত!	৯১
সালাফ ও পূর্বসূরিদের দৃষ্টিতে ফজরের নামাজ!	৯৫
ফজরের নামাজ সহজে জামাতে আদায়ের জন্য সুনির্ধারিত কিছু	

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপায় ও মাধ্যম	১০১
প্রথম মাধ্যম ইখলাস ও একনিষ্ঠতা	১০২
দ্বিতীয় মাধ্যম দৃঢ় সংকল্প	১০৮
তৃতীয় মাধ্যম গুনাহ পরিহার	১১২
চতুর্থ মাধ্যম দোয়া ও রোনাজারি	১১৫
পঞ্চম মাধ্যম সৎ সাহচর্য	১১৮
ষষ্ঠ মাধ্যম জানতে হবে ঘুমের সঠিক পদ্ধতি!	১২১
সপ্তম মাধ্যম সান্ধ্যভোজনে হোন মিতাহারী!	১৩০
অষ্টম মাধ্যম ফজরের ফাজায়েল সম্বলিত স্মারক!	১৩২
নবম মাধ্যম তিনটি সংকেতধ্বনি!	১৩৫
দশম মাধ্যম অন্যকেও দাওয়াত প্রদান!	১৩৯
একনজরে ফজরের নামাজ যথাসময়ে আদায়ে সহায়ক দশটি উপায় ও মাধ্যম	১৪৩
শেষ কথা : জাতিগঠনে ফজরের নামাজের ভূমিকা!	১৪৪
এমন একটি দিনের স্বপ্ন দেখি!	১৫৬
পরিশিষ্ট-১	১৫৯
পরিশিষ্ট-২	১৬৫
একনজরে বিশেষভাবে ফজরের নামাজের পর পাঠ-উপযুক্ত দোয়া ও জিকিরসমূহ	১৮৫

জন্মকথা!

সান্ধ্যকালীন এক সেমিনার।

বক্তা আলোচনা করছিলেন মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে। বক্তার উচ্ছ্বসিত উচ্চারণ ও আবেগি উপস্থাপন উপস্থিত শ্রোতাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

তিনি তার আশা ও প্রত্যাশার কথা, বিশ্বাস ও স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিলেন। অচিরেই আল্লাহর জমিনে তাওহিদের বাণী ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে; জগৎজুড়ে ইসলামি শরিয়ত ও আল্লাহর বিধান কার্যকর হবে।

অবাক বিস্ময়ে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নানা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য যে মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারণ করেছেন, আজকের মুসলিম জাতি কেন তা হারিয়ে ফেলেছে?! কেন তারা বিধর্মীদের অনুকরণ-অনুসরণ করছে?! কেন তারা দ্বীন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হীনতা ও লাঞ্ছনা বরণ করে নিয়েছে?! কেন তারা জাতি ও ধর্মের শত্রুদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে?! কেন...?! কেন...?! এবং কেন...?!

মুসলিম উম্মাহর পতন ও অধঃপতনের কারণ ও কার্যকারণ এবং উত্তরণ ও নিষ্কৃতির পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করলেন। প্রতিটি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত প্রদান, বিশ্লেষণ-দৃষ্টান্তদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ—তার পুরো আলোচনাই ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও বাগ্মিতাপূর্ণ।

সবশেষে তিনি শ্রোতাদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। জানিয়ে দিলেন, উম্মাহর উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কী দায়িত্ব ও করণীয় এবং কী পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।

সেমিনার সমাপ্ত হলো।

পরের দিন ভোর বেলা।

মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে এসে আমার উৎসুক চোখ তাকে খুঁজে ফিরছিল। মুসল্লিদের কাতারে তাকে দেখতে পেলাম না। আকস্মিক কোনো পরিস্থিতি কিংবা সাময়িক কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে হয়তো তিনি জামাতে শরিক হতে পারেননি।

দ্বিতীয় দিন ভোরেও ফজরের নামাজে তার দেখা পেলাম না। আমি উৎকণ্ঠা অনুভব করলাম। তার সংবাদ জানার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। না-জানি তার কোনো অকল্যাণ হয়েছে!

খোঁজ করতে করতে আমি তাকে পেয়ে গেলাম। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, কী হয়েছে?! কোনো সমস্যা? আল্লাহ আপনাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। গত দুই দিন ফজরের নামাজে না পেয়ে আপনাকে দেখতে এলাম।'

কিছুটা লজ্জামিশ্রিত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, 'ভাই, কিছু মনে করবেন না। আল্লাহ পাক আমাকে-আপনাকে-সকলকে ক্ষমা করুন! আমি অনেকটা পরিস্থিতির কাছে অসহায়! আমার অবস্থা খুবই কঠিন! সকাল সকাল কাজে যেতে হয়; ঘুমোতে হয় অনেক দেরি করে। মহান আল্লাহ তাআলা তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু!'

তার উত্তর শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম! অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তার দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, দ্বীনের একটি ফরজ বিধান পালনে যিনি এমন শিথিলতা করেন, তিনি কীভাবে পৃথিবীজুড়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন?!

হৃদয়জগতে টগবগে এক আলোড়ন অনুভব করলাম। বুকটা যেন কষ্টে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে! কণ্ঠনালিতে শ্বাস আটকে যাচ্ছে! দেহজুড়ে অব্যক্ত এক যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছে।

আমি কিছু একটা করতে চাইলাম। কী করা যায়?

* * *

প্রিয় পাঠক,

মোটামুটি এই হলো আপনার হাতের বইটির জন্মকথা!!

দোয়া করি—আল্লাহ যেন আমাকে, তাকে, আপনাকে এবং সকল মুসলমানকে হিদায়াতের অমূল্য সম্পদ দান করেন। আল্লাহ যেন তার দ্বীনকে বিজয়ী ও মর্যাদাশীল করেন।

আল্লাহ তাআলা-ই আপন দ্বীনের তত্ত্বাবধায়ক, তিনিই বিজয় ও মর্যাদা প্রদানে ক্ষমতাবান।

—ড. রাগিব সারজানি

ফজরের নামাজ
এক ঈমানি পরীক্ষা!

হামদ ও সালাতের পর,

ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করা তো সহজ; কিন্তু ঈমান ও ইসলামি চেতনা হৃদয়ে ধারণ ও বদ্ধমূল করা অনেক অনেক কঠিন।

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

> মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলো, তোমরা ঈমান আনোনি। তবে এই বলো যে, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। [সুরা হুজুরাত : ১৪]

কখনো কখনো মুখে ঈমানের দাবি করা হলেও অন্তরের বিশ্বাস তার বিপরীত হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় দাবি ও আচরণে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এগুলো বিশুদ্ধ ঈমানের বৈশিষ্ট্য নয়। নিষ্ঠাবান মুমিন তো তিনি-ই, যার কথা ও কাজে, আচরণে ও উচ্চারণে মিল থাকে; যিনি অন্তরে যা লালন করেন, মুখে তা-ই প্রকাশ করেন। বিপরীতে মুনাফিক ও কপট বিশ্বাসধারী যারা, বাহ্যিক আচরণ তাদেরকে হয়তো অনেক সময় নিষ্কলুষ ও পবিত্র মনে হয়; কিন্তু তাদের অন্তর পাথরের ন্যায় বা পাথরের চেয়েও কঠোর!

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহা প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ। বান্দার অন্তরের গোপন চিন্তা, চোখের অবৈধ চোরা-চাহনি—কোনো কিছুই তার অজানা নয়। হৃদয়ের স্পন্দন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আচরণ—সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তিনি জানেন, কে মুমিন ও নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের অধিকারী আর কে মুনাফিক ও কপট বিশ্বাসধারী; কে আন্তরিক ও সত্যবাদী আর কে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী।

জীবনের পদে পদে ঈমানি পরীক্ষা

এই সম্যক অবগতির পরও আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা রেখেছেন। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানবহৃদয়ের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেন এবং তাদের পরিচয় জনসমাজে উন্মোচিত করে দেন। সুস্পষ্ট হয়ে যায়, কারা কর্মে ও দাবিতে এক নয়, কারা বিশ্বাসে ও আচরণে অভিন্ন নয়।

পাঠকমনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তো প্রত্যেকের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তাহলে পরীক্ষার মাধ্যমে তা উন্মোচনের কী প্রয়োজন?

উত্তর হলো, প্রয়োজন আছে। এর মাধ্যমে কপট ও প্রতারকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়! কাল কিয়ামতের দিন বিচার-দিবসে তাদের কারও এই দাবি করার সুযোগ থাকবে না যে, আমার প্রতি জুলুম ও অবিচার করা হয়েছে। কারণ, পার্থিব জীবনে তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, আর সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল।

ঈমানি এই পরীক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য আছে। আল্লাহ তাআলা এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মুমিনদের জামাতকে মুনাফিকমুক্ত করেন! এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঈমানদারদের প্রতি এক অপার অনুগ্রহ। কেননা, মুনাফিকদের সংমিশ্রণ মুসলিম জামাতের অবস্থান দুর্বল করে, বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং দুর্যোগ ও পরাজয় টেনে আনে।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾

> তারা তোমাদের সঙ্গে বের হলে তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করত না এবং তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় তোমাদের সারিসমূহের মধ্যে ছোটাছুটি করত। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। [সুরা তাওবা : ৪৭]

সুতরাং মুমিন-মুনাফিক পার্থক্যকরণ ও সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী পৃথককরণের জন্য এ জাতীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও রহমতের-ই বহিঃপ্রকাশ।

ঈমানি পরীক্ষা মহান আল্লাহর চিরন্তন রীতি, শাশ্বত সুন্নাত। পৃথিবীর প্রথম মানুষ হজরত আদম আ. হতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত-বিগত সকল মানুষের জন্যই ব্যতিক্রমহীনভাবে আল্লাহ তাআলার পরীক্ষানীতি কার্যকর। পবিত্র কুরআনে এই শাশ্বত নীতির কথা এভাবে বিবৃত হয়েছে—

﴿الٓمٓ ۝ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ﴾

আলিফ-লাম-মিম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই পরীক্ষা না করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। [সুরা আনকাবুত : ১-৩]

ঈমানি পরীক্ষার রীতি ও বৈশিষ্ট্য

এসব ঈমানি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি-বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথমত পরীক্ষা হতে হবে কঠিন। কারণ, পানির মতো সহজ পরীক্ষা হলে তো মুমিন-মুনাফিক সকলেই নির্বিশেষে পাশ করবে এবং কাঙ্ক্ষিত পার্থক্যকরণও অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয়ত পরীক্ষা এত কঠিন হতে পারবে না যে, বান্দার জন্য অসাধ্য ও অসম্ভব বিবেচিত হয়। অসাধ্য বিষয়ে পরীক্ষা হলে তো মুমিন ও মুনাফিক উভয় শ্রেণিই অকৃতকার্য হবে।

সুতরাং ঈমানি পরীক্ষা হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ। এত কঠিন নয় যে, মুমিনরাও ফেল করে; এত সহজ নয় যে, মুনাফিকরাও পাশ করে। এতটুকু কঠিন যে, মুনাফিকরা পাশ করার সামর্থ্য না রাখে, এতটুকু সাধ্যের ভেতর যে, মুমিনদের পাশ করার সুযোগ থাকে।

একজন মানুষ শরিয়তের দৃষ্টিতে মুকাল্লাফ ও ভারার্পিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ 'কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' একটি পরীক্ষা। অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা; কিন্তু অসাধ্য নয়। নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দা এ পরীক্ষায় পাশ করে, আর ঈমানের কপট দাবিদাররা সভয়ে পিছিয়ে পড়ে।

আল্লাহর রাস্তায় দান করা একটি পরীক্ষা। কঠিন পরীক্ষা; কিন্তু অসম্ভব ও অসাধ্য নয়। মুমিন এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারে, মুনাফিক পারে না।

মানুষের সঙ্গে সদাচরণ একটি পরীক্ষা।

ক্রোধ সংবরণ একটি পরীক্ষা।

তাকদির ও আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা একটি পরীক্ষা।

মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ একটি পরীক্ষা।

এভাবে জীবনের বাঁকে-বাঁকে পরতে-পরতে অসংখ্য পরীক্ষা।

বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে পার্থিব জীবনটাই এক পরীক্ষা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ﴾

যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অতি দয়াশীল। [সুরা মুল্‌ক : ০২]

ঈমানি বিভিন্ন পরীক্ষা যদিও সহজ-কঠিন বিবেচনায় সমস্তরের নয়; কিন্তু শেষ বিচারে সবই পরীক্ষা। ঈমানের দাবিকে সত্য প্রমাণ করতে চাইলে প্রতিটি পরীক্ষাতেই কৃতকার্য হতে হবে। এটাই নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের দাবি।

ফজরের নামাজ এক ঈমানি পরীক্ষা!

এমনই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঈমানি পরীক্ষা হলো ফজরের নামাজের পরীক্ষা! পরীক্ষাটি কঠিন; কিন্তু অসাধ্য নয়।

ফজরের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্তির পথ হলো পুরুষদের জন্য মসজিদে জামাতের সঙ্গে নিয়মিত ফজরের নামাজ আদায় করা আর নারীদের জন্য নিয়মিত ঘরেই প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করে নেওয়া। আর অতি গুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা হলো নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায়ে সক্ষম না হওয়া।

তবে সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্তি ও অকৃতকার্যতার মাঝে আছে অনেকগুলো স্তর।

একজন হয়তো অধিকাংশ সময় মসজিদেই নামাজ আদায় করেন; কিন্তু মাঝে মধ্যে মসজিদের জামাত ছুটেও যায়।

আরেকজনের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মাঝে মধ্যে মসজিদে নামাজ আদায় করেন; অধিকাংশ নামাজেই জামাত ছুটে যায়।

কেউ হয়তো ফজরের নামাজ নিয়মিত ঘরেই আদায় করেন; অবশ্য ওয়াক্তের মধ্যেই।

আবার কেউ ঘরেই নামাজ আদায় করেন; তবে প্রতিদিনই ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর!

স্তর যদিও অনেক; কিন্তু নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দার কাঙ্ক্ষিত সফলতার স্তর হলো নিয়মিত মসজিদে জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করা।

প্রশ্ন হতে পারে, ফজরের নামাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?!

এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজকে মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয়কারী সাব্যস্ত করেছেন!

শাইখাইন রহ.[১] হজরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণনা করেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ»

> মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন নামাজ হলো এশা ও ফজরের নামাজ। এই দুই নামাজের ফজিলত তারা যদি জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাজে উপস্থিত হতো। আমার মনে চায় যে, আমি (নামাজের সময় হলে) নামাজের নির্দেশ দিই। এরপর একজনকে নির্দেশ দিই যে, সে উপস্থিত লোকদের নিয়ে নামাজ আদায় করুক। আর আমি লাকড়ির বোঝাসহ একদল লোক নিয়ে তাদের কাছে চলে যাই, যারা নামাজে উপস্থিত হয়নি। এরপর তাদের ঘর তাদের-সহ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই।[২]

ভেবে দেখুন, অন্যায় কত বড়! অপরাধ কত ভয়াবহ! উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামী ও পরম দয়ার্দ্র হওয়া সত্ত্বেও প্রিয় নবীজি চাচ্ছেন ফজরের জামাতে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ঘরসহ জ্বালিয়ে দিতে!

আল্লাহর শপথ! বাহ্যত চরম কঠোরতা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এ উক্তির মাঝে ফুটে উঠেছে পরম স্নেহশীল নবীজির উম্মাহপ্রীতির এক অনুপম চিত্র। নবীজি তো চাচ্ছেন উম্মতকে দুনিয়ার আগুনের ভয় দেখিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে। আহ! কত পার্থক্য দুনিয়ার আগুন ও জাহান্নামের অগ্নির তাপ ও তীব্রতায়!

---

১. ইমাম বুখারি রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.-কে একত্রে 'শাইখাইন' বা হাদিস শাস্ত্রের মহান ইমামদ্বয় বলা হয়। [অনুবাদক]

২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৬৪৪ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-৬৫১।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও ঈমানের বিষয়ে পূর্ণ আশ্বস্ত না হলে তাকে ফজরের সময় মসজিদে খোঁজ করতেন। ফজরের জামাতে তাকে উপস্থিত না পেলে নবীজির সন্দেহ নিশ্চিত বিশ্বাসে রূপ নিত।

হজরত উবাই বিন কাব রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজি একদিন ফজরের নামাজ আদায় করার পর সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন—

'অমুক কি নামাজে এসেছে?' উপস্থিত সাহাবিগণ বলল, 'না।' নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, 'অমুক?' সকলে উত্তর দিল, 'না।' তখন নবীজি বললেন—'এই দুটি নামাজ (ফজর ও এশা) মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন নামাজ। তারা যদি এই দু-নামাজের ফজিলত জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো।'[৩]

মসজিদে জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায়ে কী কল্যাণ নিহিত আছে, তা মুনাফিকরা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা যদি এ কল্যাণ উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে যেকোনো অবস্থাতে মসজিদে চলে আসত; যেমনটি নবীজি বলেছেন—'হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো।'

আপনি একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির কথা কল্পনা করুন, যিনি নিজে নিজে চলতে পারেন না। আবার তাকে হাঁটতে সহায়তা করার মতো কেউ নেই। তা সত্ত্বেও তিনি মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ার প্রশ্নে অটল-অবিচল। মসজিদে জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায়ের ফজিলত ও কল্যাণ লাভ করার জন্য তিনি মাটিতে হামাগুড়ি দিতে দিতেই চলে যান মসজিদে। তাহলে সুস্থ ও পায়ে হেঁটে মসজিদে আসতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যারা অনুপস্থিত থাকে ফজরের জামাতে, হাদিসের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান কোথায়?! হায়! পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ!

স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের সমাজে যারা নিয়মিত ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় করে না, তাদেরকে আমরা মুনাফিক গণ্য করব। আমি ও আমরা তো কারও প্রতি বিধান আরোপের অধিকার রাখি না। আল্লাহই প্রতিটি মুসলমানের পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। আমার

৩. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং-৩৮১৮ ও *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং-৮৪৩২।

উদ্দেশ্য হলো—আমরা যেন প্রত্যেকে আপন অবস্থা যাচাই করে নিই; আমরা যেন নিজ পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান ও আপনজনদের এই পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কোনো ব্যক্তি যদি নিয়মিত ফজর আদায়ে অবহেলা করে, নিঃসন্দেহে এটি তার নিফাক ও কপটতার সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। এ অভ্যাস যার মধ্যে আছে, তার কর্তব্য দ্রুত নিজের অবস্থা নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। কারণ, নিশ্চিত করেই তার মন্দ পরিণতির আশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে সুস্থতা, নিরাপত্তা ও সুপরিণতি দান করুন।

* * *

ফজরের নামাজ আদায় করতে হবে ফজরের ওয়াক্তেই

আমি একবার কয়েকজন বন্ধুর সামনে ফজরের নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন উপস্থিত এক বন্ধুর সঙ্গে আমার নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়েছিল।

বন্ধুটি বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ! আমি ফজরের নামাজ আদায় না করে ঘর থেকে বের হই না।'

'আপনি ঘুম থেকে কখন ওঠেন?' আমি কথাপ্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

: 'এই সাড়ে সাতটার দিকে! ঘুম থেকে উঠে আমার প্রথম কাজই হলো অজু করে ফজরের নামাজটা আদায় করে নেওয়া।' বন্ধুর নির্দোষ উত্তর!

আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম 'সুবহানাল্লাহ! ততক্ষণে তো ফজরের ওয়াক্তই শেষ হয়ে যায়!'

: 'কী বলছেন?! আমি তো জানি, প্রত্যেক নামাজ পরবর্তী নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আদায় করার সুযোগ থাকে। ফজরের ওয়াক্ত কি সুবহে সাদিক (উষাকাল) হতে জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত নয়?'

: 'ফজরের নামাজ ছাড়া অন্যান্য ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে আপনার জানা ঠিক আছে; কিন্তু ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময় হলো সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত। ফজরের এই সুনির্দিষ্ট সময় তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত ও কঠিন। এ কারণেই ফজরের নামাজ মুসলমানের জন্য এক ঈমানি পরীক্ষা। ফজরের ওয়াক্ত যদি জোহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত-ই থাকত, তাহলে আর পরীক্ষা হলো কোথায়?! ফরজ নামাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত নামাজ হলো ফজরের নামাজ, মাত্র দু রাকাত; কিন্তু এই দু রাকাত নামাজকেই ঈমানের মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে সময়-সংক্ষিপ্ততা ও কাঠিন্য বিবেচনা করেই।' আমি একটানা বলে গেলাম।

আমার একজন বন্ধু দ্বীনের এত সুস্পষ্ট ও একান্ত মৌলিক এ বিষয়টি জানে না, এ বিষয়টি উপলব্ধি করে আমি যতটা অবাক হলাম, তারচেয়ে বেশি ব্যথিত হলাম এ কথা চিন্তা করে যে, হায়! মুসলিম সমাজে ইসলামি শিক্ষা বর্তমানে কতটা নিম্ন স্তরে পৌঁছেছে! আমাদের যাপিত সমাজের কিছু মুসলমান কিংবা অধিকাংশ মুসলমান ফজরের নামাজের সঠিক সময় পর্যন্ত জানে না! আমরা তো চাশতের নামাজ বা তাহাজ্জুদের নামাজ নিয়ে কথা বলছিলাম না; কথা বলছিলাম ফজরের নামাজের সময় নিয়ে!

আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটি যুগপৎ কৌতুকপ্রদ ও বেদনাদায়ক। একটি রাজনৈতিক দলের তরুণ ও নবীন কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছিল। প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বিভিন্ন কামরার দেয়ালে দৈনন্দিন কর্মসূচি ঝোলানো ছিল। তালিকায় উল্লেখিত প্রথম কর্মসূচিই ছিল—

'সকাল আটটায় শয্যাত্যাগ ও ফজরের নামাজ আদায়'!

সেদিনও আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। ওয়াল্লাহি! এ তো পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পনা করে অন্যায়ের আয়োজন! দ্বীনের একটি ফরজ বিধান লঙ্ঘন করার সুস্পষ্ট ও পরিকল্পিত সংকল্প! আল্লাহর পানাহ!

প্রতিটি ফরজ নামাজের ওয়াক্ত শরিয়তের পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। এক্ষেত্রে মানবিক চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-তর্ক, ইজতিহাদ ও স্বাধীন মতামত প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। হাদিস শরিফে প্রতিটি নামাজের ওয়াক্ত সুস্পষ্টভাবে সূক্ষ্ম বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং কোনো প্রকার ভুল বা অস্পষ্ট ধারণার অবকাশই রাখা হয়নি।

আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»

ফজরের নামাজের ওয়াক্ত ভোরের উষার উদয় হতে যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়।[৪]

৪. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-১৭৩।

সুতরাং ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময় একেবারেই সুস্পষ্ট ও সংশয়মুক্ত। তিরমিজি শরিফে হজরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত অন্য এক হাদিসে নবীজি বিষয়টি আরও সুদৃঢ় করেছেন এভাবে—

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ»

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের এক রাকাত সূর্যোদয়ের পূর্বে পেল, সে ফজরের নামাজ (ওয়াক্তের মধ্যে) পেল।[৫]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের[৬] পূর্বেই এক রাকাত পেল, সে ফজরের নামাজ ওয়াক্তমতো পড়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকাতও পড়তে পারল না, তার ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটি লক্ষণীয় একটি বিষয়।

এরচেয়েও অধিক লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেবল সূর্যোদয়ের পূর্বে নামাজ আদায়ের মাধ্যমেই ঈমান ও নিফাক নির্ণয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া যাবে না; বরং এই পরীক্ষায় প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে হলে ফজরের নামাজ ঘরের পরিবর্তে মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করতে হবে। এ কথা পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। নারীদের যদিও মসজিদে নামাজ পড়ার অনুমতি আছে; কিন্তু ঘরে নামাজ আদায় করা-ই তাদের জন্য শ্রেয়তর ও অধিক ফজিলতপূর্ণ।[৭] হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

৫. *জামে তিরমিজি*, হাদিস নং-৪২৩।

৬. সূর্যোদয় দ্বারা পূর্ণ উদয় উদ্দেশ্য নয়; বরং উদয়ের সূচনা উদ্দেশ্য। [অনুবাদক]

৭. বিভিন্ন হাদিসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, নারীদের জন্য মসজিদে নামাজ আদায়ের চেয়ে ঘরে নামাজ আদায় করাই শ্রেয়তর ও অধিক ফজিলতপূর্ণ। তবে একদিকে যেহেতু নারী সাহাবিদের নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাজ আদায়ের প্রচণ্ড আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল, অপরদিকে ওহি অবতরণের কাল হওয়ায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও নতুন শরিয়ত সম্বন্ধে অবগতির প্রয়োজন ছিল, অধিকন্তু তখন বিদ্যমান ছিল নবীসংস্পর্শে গড়ে ওঠা সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজ—এ জাতীয় বিভিন্ন দিক বিবেচনায় নবীজি নারীদেরকে মসজিদে জামাতে শরিক হতে নিষেধ করেননি। নারী সাহাবিগণ=

«لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»

তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না। তবে তাদের ঘরই তাদের (নামাজ আদায়ের) জন্য শ্রেয়তর।[৮]

=সাধারণত মাগরিব, এশা ও ফজর অর্থাৎ অন্ধকার সময়ের নামাজগুলোতে মসজিদে জামাতে শরিক হতেন।

নবীজির ইন্তেকালের মাধ্যমে এই ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সমাপ্ত হয়ে যায়। অধিকন্তু পরবর্তী সময়ে নারীরা দিনের নামাজগুলোতেও অধিক পরিমাণে মসজিদে আসতে শুরু করে এবং নবীযুগে মসজিদে গমনকারী নারী সাহাবিদের মধ্যে যে পরিমাণ সতর্কতা, সযত্ন পর্দারক্ষা ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নির্লিপ্ততা ছিল, ধীরে ধীরে তাতেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি. নারীদেরকে মসজিদে জামাতে শরিক হতে নিষেধ করেন। তার এই সিদ্ধান্তে সাহাবায়ে কেরাম কোনো প্রকার আপত্তি না করে বরং সমর্থন প্রদান করেন। এমনকি আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. বলেন,

«لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ»

এখনকার নারীরা যা করছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তা দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন বনি ইসরাইলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। [*সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৮৬৯]

ভাবনার বিষয় হলো, খলিফা উমর রাযি.-এর এই নিষেধকরণ এবং আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর এই শরয়ি বোধ ও উপলব্ধি ছিল নবীজির ইন্তেকালের মাত্র কয়েক বছর পরেই। তাহলে আমাদের বর্তমান ফিতনাপূর্ণ সমাজে মাসআলা কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই হানাফি ফুকাহায়ে কেরাম নারীদের জন্য সকল নামাজেই মসজিদে উপস্থিতি নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ফিকহের পরিভাষায় এই নিষেধাজ্ঞা 'নাহি লি-গাইরিহি'-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মৌলিকভাবে নারীদের জন্য মসজিদ গমন বৈধ হলেও পারিপার্শ্বিক কারণে তা নিষিদ্ধ। অতএব, (সাময়িক কোনো প্রয়োজনে অথবা প্রয়োজন ব্যতিরেকেও) নারীরা যদি মসজিদে নামাজ আদায় করে, তাহলে মূল নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : ১. মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, *ইনআমুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি*, ৩/ ২ ও মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি, *তুহফাতুল কারি শরহু সহিহিল বুখারি*, ২/১২৩-১২৫, ৩/১৮৯-১৯০। [অনুবাদক]

৮. *সুনানে আবি দাউদ*, হাদিস নং-৫৬৭।

হজরত উম্মে হুমাইদ সাঈদিয়্যা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি একদিন নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম, 'আল্লাহর রাসুল, আমি তো আপনার সঙ্গে (জামাতে) নামাজ আদায় করতে পছন্দ করি।'

নবীজি উত্তর দিলেন,

«قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلَاةَ مَعِيْ، وَصَلَاتُكِ فِيْ بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِيْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِيْ دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِيْ»

আমি জানি, তুমি আমার সঙ্গে নামাজ আদায় করতে পছন্দ করো। তবে তোমার জন্য নিজ কক্ষে নামাজ আদায় করা ঘরে নামাজ আদায়ের চেয়ে উত্তম; ঘরে নামাজ আদায় বাড়িতে নামাজ আদায়ের চেয়ে উত্তম; বাড়িতে নামাজ আদায় এলাকার মসজিদে নামাজ আদায়ের চেয়ে উত্তম এবং এলাকার মসজিদে নামাজ আদায় করা আমার মসজিদে নামাজ আদায়ের চেয়ে উত্তম।[৯]

নারীদের জন্য ঘরেই নামাজ আদায়ে অধিক সাওয়াবের এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে সমাজের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার এক অপার অনুগ্রহ-দান। এ বিধান নারীদেরকে ফিতনা থেকে হেফাজত করবে এবং আবরু ও পর্দা রক্ষায় সহায়তা করবে। অধিকন্তু বাড়িতে থাকা শিশু ও বয়োবৃদ্ধদের দেখাশোনাও সহজ হবে। কত মহান আমার আল্লাহ! কত সুষম ও সুদৃঢ় তার প্রণীত শরিয়ত-বিধান!

মোটকথা, ঈমান ও নিফাকের এই পরীক্ষায় নারীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সফলতার মাপকাঠি হলো প্রথম ওয়াক্তেই ঘরে নামাজ আদায় করে নেওয়া। যে নারী ফজরের নামাজ কোনোমতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে আদায় করে নেয় কিংবা যার পুরো ফরজই ছুটে যায়; ফজরের নামাজ আদায় করে সূর্যোদয়ের পর, তার অবস্থা তো বড় ভয়াবহ! তার হৃদয়ে তো ঈমান ও ঈমানের দাবি এখনও বদ্ধমূল হতে পারেনি।

[৯]. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং-২৭০৯০।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন,

আমি আপনাদের জীবনকে কঠিন ও কষ্টসাধ্য করে তুলতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি না অসাধ্য কোনো বিষয়ে আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে। আল্লাহর শপথ! আমি তো কথা বলছি ইসলামি শরিয়তের একটি বাস্তব বিধান নিয়ে; আমি আলোচনা করছি এমন সুস্পষ্ট-সুদৃঢ় আয়াত ও হাদিসের আলোকে, যাতে কোনো অস্পষ্টতা বা মর্ম-অসঙ্গতি নেই। আমি কথা বলছি উম্মাহর উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত একটি বিষয়ে, যেখানে কোনো মতভিন্নতা নেই।

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সূর্যোদয়ের পর ফজরের নামাজ পড়ে, সে স্বেচ্ছায় দ্বীনের একটি ফরজ বিধান পরিত্যাগ করে। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত ভয়াবহ একটি বিষয়।

হজরত উম্মে আইমান রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّه مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِه»

(কোনো ওজর ব্যতিরেকে) ইচ্ছে করে নামাজ ছেড়ো না। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামাজ পরিত্যাগ করে, তার প্রতি আল্লাহ ও তার রাসুলের কোনো দায়িত্ব থাকে না।[১০]

ফজরের নামাজ পড়ার জন্য যে ব্যক্তি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখে সাতটা বা সাড়ে সাতটায়; অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরে, সে তো স্বেচ্ছায়ই নামাজ তরক করছে! এ অন্যায়ের কঠিন পরিণাম ও দায়দায়িত্ব তো তার ওপরই বর্তাবে!

যথাসময়ে নামাজ আদায় আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল!

এবার অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে যথাসময়ে ফজরের নামাজ আদায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করুন।

'আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার কোন আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয়?'

[১০]. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং-২৭৩৬৪।

বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. প্রিয় নবীজির কাছে এ বিষয়টিই জানতে চেয়েছিলেন। শাইখাইন রহ.-এর বর্ণনামতে নবীজি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো যথাসময়ে নামাজ আদায় করা।' ইবনে মাসউদ রাযি. এরপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কোন আমল অধিক প্রিয়?' নবীজি উত্তর দিলেন, 'মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ করা।' ইবনে মাসউদ জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কোনটি?' নবীজির উত্তর, 'আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।'[১১]

প্রিয় পাঠক, দেখুন, নবীজি যথাসময়ে নামাজ আদায়ের কথা মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধানেরও পূর্বে উল্লেখ করলেন! উল্লেখ করলেন ইসলামের শীর্ষ চূড়া জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহরও পূর্বে!

জানি না, এরপরও কীভাবে একজন মুসলমানের দৈনন্দিন কর্মসূচি থেকে ফজরের নামাজ বাদ পড়ে যায়?!

আপনি দেখবেন, যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে, তাদের অধিকাংশের অবস্থা হলো তারা আছরের আজানের পূর্বে জোহর নামাজের চিন্তা করে! আছর পড়তে উদ্যোগী হয় মাগরিবের আজানের সামান্য পূর্বে। আর ফজরের নামাজ? এ ফরজ বিধান যেন দিনে দিনে অদৃশ্যই হয়ে যাচ্ছে!

আল্লাহ তাআলা মাফ করুন। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

অসম্ভব হওয়াটাই যেখানে অসম্ভব!

উপস্থিত আরেক বন্ধু আমাকে বললেন, 'ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময় আমার জানা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত ভোরে ঘুম থেকে জাগা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না! সম্ভব হবে কী করে বলুন! আমার অবস্থা তো আপনি জানেন না; সারাদিনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে অনেক রাতে আমাকে বিছানায় যেতে হয়। ভোরে যখন ফজরের আজান হয়, তখন দেহ-মন বিছানা ছাড়তে কিছুতেই সায় দেয় না। আর আপনি তো জানেন, আল্লাহ তাআলা পরম দয়াবান ও ক্ষমাশীল। তিনি অবশ্যই আমার অপারগ অবস্থা বিবেচনা করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন!'

১১. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৫২৭ ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-১৩৯।

আমি তাকে বললাম, আপনি যেমন বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। কথা যদিও শতভাগ সত্য; কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তার ব্যবহার মোটেও সঠিক নয়! এটি শয়তানের প্রবঞ্চনা বৈ অন্য কিছু নয়! আল্লাহ তাআলা যদি সৎ-অসৎ, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী, অনুগত-অবাধ্য, শরিয়ত-অনুরাগী ও শরিয়ত-বিরাগী সকলকেই নির্বিচারে ক্ষমা করে দেন, তাহলে কী প্রয়োজন নেক আমলের? কী উদ্দেশ্যে এত কর্মপ্রচেষ্টা? কেন আল্লাহর অনুগত বান্দারা কঠোর ও সুকঠিন মোজাহাদা করে? কেন তারা কনকনে শীতের রাতেও বিছানা ছেড়ে শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে মসজিদ-পানে ছোটে?

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণা কাদের জন্য? আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন, যারা ক্ষমালাভে সচেষ্ট হয়। শুধু মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা যথেষ্ট নয়; ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য নেক আমলও জরুরি। কুরআন কী বলেছে, দেখুন—

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾

আর যে ব্যক্তি ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, অতঃপর সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমি তার পক্ষে পরম ক্ষমাশীল। [সুরা ত্বহা : ৮২]

ভালো করে লক্ষ করুন, আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন। বরং আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ক্ষমালাভের জন্য আন্তরিক তাওবা, নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান, সৎ কর্ম ও হিদায়াতের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে মহান আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমা ও দয়ার গুণের সঙ্গেই শাস্তিদান, আজাবপ্রদান ও প্রতিশোধগ্রহণের গুণও আলোচিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾

আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয়ই আমিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এটাও জানিয়ে দিন যে, আমার শাস্তিই মর্মন্তুদ শাস্তি।

[সুরা হিজর : ৪৯-৫০]

আয়াতে ক্ষমার পাশাপাশি মর্মন্তুদ আজাবের কথাও বলা হয়েছে। মূলত উভয়ের সম্মিলনেই মানবজীবনে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়।

বাকি আপনি যে বললেন, ফজরের সময় জাগ্রত হওয়া আপনার জন্য অসম্ভব, এ সম্পর্কে আমার কথা হলো, কোনো মানুষের পক্ষে ভোরে ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময়ে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব—এ কথাটি যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে।

ফজরের জন্য জাগ্রত হওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব—এটি যে সম্পূর্ণই অসার একটি দাবি, আমার এতে এক মুহূর্তের জন্যও সামান্য সংশয়-সন্দেহ নেই!

আপনি জানতে চান, আমার এই বিশ্বাস ও সংশয়হীনতার উৎস কী?

তাহলে শুনুন এবং আমার সঙ্গে আপনিও একটু ভাবুন।

এক.

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾

আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না।
[সুরা বাকারা : ২৮৬]

এটি ইসলামি শরিয়তের একটি সর্বজনীন মূলনীতি। আর ইসলামি শরিয়ত ও শরিয়তের মূলনীতিসমূহ কোনো মানবরচিত আইন নয় যে, তাতে উপযোগী-অনুপযোগী উভয় ধরনের বিধান সন্নিবেশিত থাকবে। ইসলামি শরিয়ত জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রণীত। এ শরিয়ত তিনি প্রণয়ন করেছেন, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পূর্ণ অবগতি রাখেন।

﴿اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۭ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানবেন না?! অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত! [সুরা মুল্‌ক : ১৪]

অতএব শরিয়তের কোনো বিধানই মানুষের সাধ্যাতীত নয়। আমার এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা-সংশয় নেই।

সুতরাং প্রিয় পাঠক, প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, নির্ধারিত সময়ে ফজরের নামাজ আদায়ের বিধান একটি ফরজ ও অবশ্য-পালনীয় বিধান, না-কি আবশ্যকীয় নয়? ফজরের নামাজ প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ, না-কি বিশেষ কোনো শ্রেণি ও গোষ্ঠী এর আওতামুক্ত? নিঃসন্দেহে উত্তর সুস্পষ্ট; ফজরের নামাজ সকল মুসলমানের ওপর ফরজ। তাহলে একজন মুসলমান কীভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, ফজরের ফরজ বিধান তার জন্য সাধ্যাতীত ও অসাধ্য?! প্রত্যেক মুসলমান যেহেতু আল্লাহ তাআলার ন্যায় ও ইনসাফ, হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং অসীম ইলমের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সুতরাং বিশ্বাসী কোনো মুসলমানের জন্য ফজরের নির্ধারিত সময়ে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব মনে করা সমীচীন নয়।

ফজরের ওয়াক্তে শয্যাত্যাগ করা যে মোটেও অসাধ্য ও অসম্ভব নয়, এটি তার প্রথম প্রমাণ।

দুই.

এবার আমেরিকান জনজীবনে পর্যবেক্ষণ করা আমার কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

[দৃশ্যপট এক]

আমেরিকা সফরে আমি একদিন শহরের মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করে ফিরছিলাম। সকাল ছয়টার মতো বাজে। মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলাম মহাসড়ক ও দ্রুতগামী সকল রাস্তা-ঘাট গাড়িতে পূর্ণ! প্রথম দেখায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি আবার রাস্তাগুলোর দিকে তাকালাম। আমেরিকাবাসী তাদের কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য খুব ভোরে জেগে উঠেছে। তাদের অনেকের কর্মস্থল বাসস্থান থেকে অনেক দূরে। তাই কর্মস্থলে যথাসময়ে পৌঁছার জন্য বাধ্য হয়ে তারা ভোর পাঁচটায়-ই শয্যাত্যাগ করে।

এই মানুষগুলো ধর্মপরিচয়ে খ্রিষ্টান বা ইহুদি; বরং তাদের অনেকেই নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষী। তারা কেবল জাগতিক প্রয়োজনের দাবীতে ফজরের নির্ধারিত সময়ে জেগে উঠেছে। মানবিক শক্তি-সামর্থ্যই তাদেরকে এত ভোরে বিছানা ছাড়তে অনুমতি দিয়েছে। তাহলে একজন মুমিন কেন পারবে না ফজরের সময় শয্যাত্যাগ করতে?!

[দৃশ্যপট দুই]

একবার আমেরিকার এক শহরে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি বিরাট কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। আমেরিকায় যাওয়ার পর হঠাৎ করেই জানতে পারলাম, কনফারেন্সের অধিবেশনগুলো ভোর ছয়টায় শুরু হবে!

প্রিয় পাঠক, আল্লাহর শপথ করে বলছি, প্রথম অধিবেশন ছিল ভোর ছয়টায়। আর সময়টাও ছিল বছরের এমন অংশে, যখন ফজরের নামাজের ওয়াক্ত তুলনামূলক দেরি করে হয়। সোয়া ছয়টার সময় ফজরের নামাজ শেষ করেই আমি সম্মেলনের উদ্দেশে রওনা হলাম।

পথচলার সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে বিশাল হলরুমটিতে প্রথম অধিবেশন আয়োজন করা হয়েছে, আমি তা সম্পূর্ণ দর্শকশূন্য পাব। এত ভোরে কে-ই বা তাত্ত্বিক আলোচনামূলক একটি সেমিনারে উপস্থিত হবে!

নির্ধারিত হলরুমে পৌঁছে আমি এমন বিস্ময়কর এক দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম, যা আমার কল্পনাতেও ছিল না! পুরো হলরুম লোকে লোকারণ্য! হলরুমটিতে প্রায় তিন হাজার লোকের স্থান সংকুলান হয়। আমি অতি কষ্টে কোনোক্রমে শেষ সারিতে জায়গা পেলাম। আসনে বসে আমি আলোচকদের আলোচনা শুনছিলাম আর বিস্ময়চিত্তে ভাবছিলাম, পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসারী এই লোকগুলো কীভাবে এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের জীবনকে খাপ খাইয়ে নিল?! কীভাবে তারা কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ও তাত্ত্বিক আলোচনামূলক একটি সেমিনারে ভোর ছয়টায় উপস্থিত হতে পারল?! আর কেন-ই বা অনেক মুসলমান ঠিক একই সময়ের ঐচ্ছিক নয় বরং বাধ্যতামূলক ফজরের নামাজের বিধানের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে খাপ খাওয়াতে পারে না?!

যেদিন মুসলমানরা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, ইনশাআল্লাহ, সেদিন তারা পুনরায় পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করতে পারবে!

[দৃশ্যপট তিন]

অত্যন্ত নাটকীয় ও মর্মস্পর্শী এক অভিজ্ঞতা!

আমেরিকা সফরে আমি প্রতিদিনই ফজরের নামাজ আদায় করতে যাওয়ার পথে আমেরিকান অনেক নারী-পুরুষকে সড়কে দেখতে পেতাম। প্রিয় পাঠক, আমি 'যাওয়ার পথে' বলেছি; 'ফেরার পথে' নয়! অর্থাৎ তারা ফজরের নামাজের নির্ধারিত সময়েরও পূর্বে তাদের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শয্যাত্যাগ করত।

কী সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, যার কারণে আমেরিকান নারী-পুরুষরা ভোর পাঁচটারও পূর্বে জেগে উঠত; তারপর প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে নগরীর সড়কগুলোতে বেরিয়ে পড়ত?

এ সময় তারা বের হতো তাদের পোষা কুকুরগুলোকে নিয়ে ভোরের নির্মল বায়ুতে প্রাতঃভ্রমণ করতে!

আমেরিকার অনেক নাগরিক ভোর সাড়ে চারটার দিকে শয্যাত্যাগ করে। দীর্ঘক্ষণ বাড়িতে আবদ্ধ থাকা পোষা কুকুরটির জন্য তাদের বড় মায়া হয়! পোষা কুকুরটি যেন ভোরের নির্মল ও পরিচ্ছন্ন বায়ু সেবন করতে পারে, এ উদ্দেশ্যে তারা আরামের ঘুম হারাম করে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে।

প্রিয় পাঠক, আশা করি, আপনি এই 'জটিল' অঙ্কটির সমাধান করে দেবেন। একজন আমেরিকান নারী বা পুরুষ; হয়তো খ্রিষ্টান বা ইহুদি কিংবা ধর্মদ্রোহী, সে যদি তার পোষা কুকুরের জন্য অতি ভোরে শয্যাত্যাগ করতে পারে; তাহলে কিছু মুসলমান, কিংবা অনেক মুসলমান; বরং বলতে পারেন, অধিকাংশ মুসলমান মহান আল্লাহ তাআলার জন্য কেন শয্যাত্যাগ করতে পারে না?!

আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, বলুন, এ সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে?!

কীভাবে একটি কুকুরের প্রতি ভালোবাসা তার মালিককে জাগিয়ে তুলতে পারে?! আর কীভাবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বান্দাকে জাগিয়ে তুলতে পারে না?!

দৃশ্যপট-তিনটিকে যদি কেবল সাধারণ ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করেন, তাহলে ভুল করবেন। এগুলো থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে,